'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.) অনুমোদিত
তালিকার অন্তর্ভুক্ত। পত্রিকা ক্রমিক নং-৪২৩২৭,
বাংলা পত্রিকা ক্রমিক নং-৩৩।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২১ তম বর্ষ, ১১২ সংখ্যা
মার্চ,২০১৯

সম্পাদক
ড. মদনমোহন বেরা

যোগাযোগ :
ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

CamScanner

রবীন্দ্র চিঠিপত্রে ত্রয়ী আধুনিক কবি : বিষ্ণু দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সমর সেন

ড. তারাপদ বেরা

সারসংক্ষেপ :

রবীন্দ্র প্রতিভার এক উল্লেখযোগ্য দিক তাঁর লেখা অসংখ্য চিঠিপত্রের সম্ভার। এই চিঠিপত্রগুলি কখনো তাঁর পরিবার-পরিজনদের, কখনো বা সুহৃদ বন্ধু-বান্ধবদের আবার কখনোবা আশ্রমিকদের উদ্দেশে লেখা। ঠিক তেমনি 'আধুনিক কবিগোষ্ঠী' মূলত যাঁরা রবীন্দ্র বিরোধীতায় নেমেছিলেন তাঁদের উদ্দেশেও রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। এ ধারার তিন কবি বিষ্ণু দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং সমর সেন এঁদের উদ্দেশে লেখা রবীন্দ্র চিঠিপত্রে এই ত্রয়ী কবির মূল্যায়ন আলোচ্য প্রবন্ধের অভিষ্ট।

রবীন্দ্রোত্তর তিরিশের দশকের অন্যতম খ্যাতনামা কবি ও সমালোচক বিষ্ণু দে। বয়সের অনুপাতে বিষ্ণু দের সাহিত্য বোধের সম্পর্কে ধারণা ছিল সুপরিণত। ১৯২৫-২৬ সাল থেকে অর্থাৎ ছাত্রজীবন থেকেই বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। তিনি সে সময়ে কবি হিসেবে রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্তির পথ অন্বেষণের চেষ্টা করলেও কখনো রবীন্দ্রবিরোধিতার পথে নামেন নি। বরং রবীন্দ্র-ঐতিহ্যকে কার্যত স্বীকার করে নিয়ে সে ঐতিহ্যের রূপান্তরের চেষ্টা করে গেছেন সমস্ত কাব্যজীবন জুড়ে। এক সময়ে তাঁর কাব্য 'দুর্বোধ্য' আখ্যা পেয়েছিল। তাঁর কবি-চেতনা মার্কসবাদী ভাবনায় প্রভাবিত হলে 'যান্ত্রিক বামপন্থী'দের দ্বারা তিনি বারে বারে আক্রান্ত হয়েছেন। এক সময় কমিউনিষ্ট পার্টির তাত্ত্বিকরা রবীন্দ্রনাথকে 'বুর্জোয়া কবি' হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন এবং কবির স্থান নির্দেশ করেছিলেন ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। মার্কসবাদী কবি হিসেবে বিষ্ণু দে এই অতিবামপন্থীদের সাহিত্য বিচারের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন তাঁর বিভিন্ন লেখায়।

বিষ্ণু দের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল, 'উর্বশী ও আর্টেমিস', 'চোরাবালি', 'পূর্বলেখ', 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার', 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ', 'ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে' প্রভৃতি।

বিষ্ণু দে তাঁর 'পূর্বলেখ' (১৯৪১) নামে কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন। তাঁর কাব্য ভাবনা জুড়ে রবীন্দ্রনাথ এতটাই জড়িয়েছিলেন ১৯৫৮ সালে বিষ্ণু দের যে কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় তার নাম 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখে'। রবীন্দ্রসাহিত্য বিষয়ক তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটির নাম হোল 'রবীন্দ্রনাথ ও শিল্প সাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা'। 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' (১৯৫৩) কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতার নাম '২২শে শ্রাবণ', আর শেষ কবিতা '২৫শে বৈশাখ'। তাঁর কাব্যধারার প্রথম পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতার